২৪/১০/২০০১

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃঃ ২ ... কলাম ... ৩ ...

'কোন্‌টা গামছা আর কোন্‌টা লুঙ্গি, সেটা যেন বোঝার চেষ্টা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়'

স্টাফ রিপোর্টার ॥ নতুন মন্ত্রীদের সংবর্ধনা জানানোর ছলে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট নেতারা জানিয়ে দিলেন আগামী পাঁচ বছর কাদের কাছে ডাকতে হবে, কাদের দূরে রাখতে হবে। নেতারা বললেন, তোষামোদকারী পাচাটারা যেন মন্ত্রীদের বিভ্রান্ত না করতে পারে। কোন্‌টা গামছা আর কোনটা লুঙ্গি, সেটা যেন বোঝার চেষ্টা করেন মন্ত্রণালয়ের লোকেরা। মঙ্গলবার ঢাকায় ছয় মন্ত্রীর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নেতারা এ সব কথা বলেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দেশী-বিদেশী চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যুগোপযোগী নতুন শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা হবে।

যেসব মন্ত্রীকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে ,তাঁরা হলেন, শিল্পমন্ত্রী এমকে আনোয়ার, শ্রম ও জনশক্তিমন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান, শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দুই প্রতিমন্ত্রী আমান উল্লাহ আমান ও অধ্যাপক রেজাউল করিম এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যাপক শরীফুল ইসলাম।

শিক্ষক-কর্মচারী নেতারা তাঁদের বক্তব্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নাম বদলে মানব সম্পদ মন্ত্রণালয় করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ম্যানেজিং কমিটি পুনর্গঠনের জন্য সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন, বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসরভাতা প্রদান, কল্যাণ ট্রাস্টের অনিয়ম দূর করা ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নীতিমালা পুনরুজ্জীবিত করাসহ বিভিন্ন দাবির উল্লেখ করেন। একই সাথে আওয়ামী লীগ সরকারের গত পাঁচ বছরের শাসনামলে যে সব শিক্ষক-কর্মচারী সংগঠন ও নেতা সুবিধাবঞ্চিত ছিল, তাদের প্রতি মন্ত্রীদের সুনজর দাবি করা হয়। আর যারা গত পাঁচ বছর সরকারের সুনজরে ছিল, তাদের সম্পর্কে মন্ত্রীদের সতর্ক করে দেয়া হয়।

শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক তাঁর বক্তব্যে দেশে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা, শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত করা, আন্তর্জাতিক ও দেশীয় চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষার মানোন্নয়নে তাঁর প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করে বলেন, বেকার তৈরির কারখানার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নেই।

ড. ওসমান ফারুক বলেন, আন্তর্জাতিক চাহিদার প্রেক্ষাপটে পাঠ্যক্রম ঢেলে সাজাতে হবে। ইংরেজী ও ফরাসীসহ বিদেশী বিভিন্ন ভাষা এবং কম্পিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, স্বাধীনতার পর হতে এ পর্যন্ত অনেক শিক্ষানীতি হয়েছে। কিন্তু তার কতটা বাস্তবায়ন হয়েছে? সব শিক্ষানীতি দেখে একটি নতুন যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে। শিক্ষাঙ্গনে দীর্ঘমেয়াদী মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে।

তিনি শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবিগুলো পুনর্বিবেচনার আশ্বাস দিয়ে বলেন, আমরা প্রবঞ্চনা করব না। দাবিগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করব। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ম্যানেজিং কমিটিতে সংসদ সদস্য ও রাজনীতিকদের বদলে স্থানীয় শিক্ষাবিদদের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন তিনি।

সভাপতির বক্তব্যে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যাপক শরীফুল ইসলাম বলেন, তোষামোদকারী পাচাটারা যেন মন্ত্রীদের বিভ্রান্ত না করতে পারে। কোন্‌টা গামছা আর কোন্‌টা লুঙ্গি, সেটা যেন বোঝার চেষ্টা করেন মন্ত্রণালয়ের লোকেরা। তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে মানব সম্পদ মন্ত্রণালয় করার দাবি জানান।